

প্রয়াত কবি ও কবি ব্যক্তিত্ব

আব্দুর রহমান আবিদ

'৮১/'৮২ সালের দিকের ঘটনা। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি। বাংলাদেশের সাধারণ আবাসিক স্কুল-কলেজগুলোতে যেরকম ছাত্রাবাস থাকে, ক্যাডেট কলেজগুলোতেও সেধরনের ছাত্রাবাস থাকে। তবে ক্যাডেট কলেজের ছাত্রাবাসগুলোকে বলা হয় 'হাউজ'। আমাদের কলেজে এধরনের তিনটে হাউজ ছিল। আন্ত-হাউজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলা কবিতা আবৃত্তির। আমাদের কলেজে যে ক'জন বাংলার টীচার ছিলেন, উনারা সবাই মিলে আবৃত্তির জন্যে কবি শামসুর রাহমানের একটা কবিতাকে নির্বাচন করেছেন। যতদূর মনে পড়ে, কবিতাটার নাম ছিল "যন্ত্রনার কারাগারে"। তখন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তেমন কোন কবিতা আমার পড়া হয়নি। পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়াও কবিতার যে আলাদা কোন আবেদন বা মূল্য আছে, সে বয়সে তা আমার জানা ছিলনা। আমাদের 'খালিদ হাউজ' – এর প্রতিযোগী ছিলেন 'তপু' ভাই। ক্লাস টেন-ইলেভেনে পড়েন। অন্যান্য সিনিওর ভাইদের কাছে শুনেছি, তপু ভায়ের কবিতা পাঠের গলা চমৎকার। সত্যি বলতে কি, তারপরও উনার আবৃত্তি শোনার জন্যে খুব একটা আগ্রহ বোধ করিনি। কেননা আমার এটিচিউড ছিল – "আফটার অল, কবিতাই তো পড়বে"। তবে ক্যাডেট কলেজের প্রতিটা প্রোগ্রামে প্রত্যেক ক্যাডেটের উপস্থিতি যেহেতু বাধ্যতামূলক, তাই বাধ্য হয়েই সময়মত কলেজের অডিটরিয়ামে গিয়ে হাজির হতে হলো। তপু ভাই-ই প্রথম প্রতিযোগী। রাতের অডিটরিয়ামের আলো-আঁধারীর মোহাচ্ছন্ন পরিবেশে কানে ভেসে এলো তপু ভায়ের সুলোলিত ভরাট গলা –

“সেই ভাল ফিরে যাবো ছাঁয়া ঢাকা গ্রামের নিভূতে,
যেখানে সবুজ মাঠ দূরের দিগন্তে মিশে এক হয়ে গেছে গাঢ় আলিঙ্গনে,
যেখানে সুরের পাখি গান গায় স্বপ্নের বাসরে,
রাতের আকাশে জ্বলে লাল-নীল হাজার তারার বাতি।

.....

এখানে রুদ্ধশ্বাসে জীবন দুর্ভর; সতেজ প্রাণের গতি অবরুদ্ধ;
স্বার্থের কসাই উঁচিয়ে সুতীক্ষ্ণ ছুরি বসেছে এখানে;
রঙ মাখা ঠোঁটে রমনীরা হাসে মায়াবী রহস্য হাসি।
.....”

(স্মৃতিশক্তি হাতড়িয়ে “যন্ত্রনার কারাগারে”র গোটা কয়েক পংতি এখানে তুলে ধরলাম। ভুল-ত্রুটি থাকটাই স্বাভাবিক। কবিতানুরাগী পাঠকরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি।)

আমার সেসময়কার কিশোর মনে নিদারুণ নাড়া দিয়েছিল কবি শামসুর রাহমানের অসাধারণ সেই কবিতা। সেই-ই শুরু। এরপর যৌবনে পা দেয়া অবধি বিরতিহীনভাবে পড়েছি একের পর এক শামসুর রাহমানসহ বাংলার নামী-দামী কবিদের কবিতা। অসাধারণ প্রতিভাধারী একেকজন কবির সেসব কবিতা আমাকে করে রাখতো মন্ত্রমুগ্ধ, করে রাখতো মোহাচ্ছন্ন। স্বপ্ন দেখতাম একজন শামসুর রাহমানের মত, একজন নির্মলেন্দু গুণের মত, একজন পূর্ণেন্দু পত্রীর মত, একজন হেলাল হাফিজ কিম্বা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র মত কবি হওয়ার। আজ যখন ই-ফোরামগুলোয় নিয়মিত লেখালেখি করেন এমন শিক্ষিতজনদের কাউকে কাউকে দেখি কবি শামসুর রাহমানের মত একজন মহাপ্রতিভাবান কবির কাব্যজ্ঞান ও প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন করতে, কিম্বা তাঁর স্বপ্নকে “কবি হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ছোট ছোট রূপক গদ্যকে কবিতা আখ্যা দিয়ে কবি হন” জাতীয় মন্তব্য করতে, তখন কাব্য প্রতিভার এমন অবমূল্যায়ন দেখে আশংকা হয়, 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ কি তিমিরাচ্ছন্ন'?

আর দশজন ছাপোষা মানুষের মত দৈনন্দিন জীবনের শতক বামেলায় এবং প্রবাসজীবনে টিকে থাকার ক্রমাগত সংগ্রামে যৌবনের মত কবিতা পড়ার সময় পাইনে এখন। প্রতিভাবান সেসব কবিদের অনেকেই আজ হয়ত বেঁচে নেই; কিম্বা নূতন প্রজন্মের একদল কবি হয়ত তাদের হুলাভিষিক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু এও সত্যি, একজন শামসুর রাহমানের মত কবি বাংলা'র মাটিতে দ্বিতীয়বার আর হয়ত জন্মাবে না।

প্রয়াত কবির স্মৃতিচারণ করে অনেকেই ইতিমধ্যে অনেক লেখা লিখেছেন। বেশীরভাগ লেখাই কবির কাব্যপ্রতিভা ও বাংলা সাহিত্যে তার কবিতার অবদান নিয়ে রচিত। কিন্তু, কবিতার জগতের বাইরে ব্যক্তি শামসুর রাহমান কেমন মানুষ ছিলেন? এ বিষয়ে তেমন কোন লেখা আমার চোখে পড়েনি।

কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুর পর আমাদের ক্যাডেট কলেজের এক্স-ক্যাডেটদের গ্রুপ-মেইলে অত্যন্ত টাচিং (touching) একটা ইমেইল পাঠিয়েছিলেন মারুফ ভাই নামে আমাদের এক সিনিওর ভাই পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা-লিয়ন থেকে। মারুফ ভায়ের ইমেইলের অংশবিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি। প্রয়াত কবির গুনগ্রাহীদের এবং তার কবিতার অনুরাগীদের হৃদয়কে কিছুটা হলেও ছুঁয়ে যাবে মারুফ ভায়ের ইমেইল।

It was sometime in 1981. *ORCA would publish a souvenir. Mrinal Bhai very quickly drew the cover. A flying dove. But he was taking much more time to deciding its colour. Shabbir Bhai of 10th batch was camped in the press for almost all the time. Hamid Bhai met an accident and was walking on crutch. But it did not make him less active. He was coordinating everything as usually. *EC members were busy in collecting adverts.

It was decided that we would interview some elites from different segments of the society. What do they think of cadet college education? Hamid Bhai jotted down a questionnaire. I was assigned an exciting task. Meet poet Shamsur Rahman and ask those questions to him.

I was a first year DU student in the economics department. It was not difficult to get the poet's phone number. He was the editor of *Dainik Bangla*. The poet, who I never had seen before, told me to go to his office at once.

It was an old building, not impressive at all. He was almost hiding behind a book-full cupboard. A big secretariat table. He looked like an executive, not an absent minded poet. Well, that was my thought at that age that poets should be shabby looking and dressed in un-ironed cloths. Shamsur Rahman surprised my young mind. His extra bright eyes could read my nervous thinking probably. He smiled at me, invited me to sit down. I looked at the note prepared by Hamid Bhai and stared asking him questions. He was speaking slowly and I was able to write down his words in long hand.

But soon a more embarrassing problem arose. He used a word *Ovipsha*, whose meaning or spelling was not known to me. Fearfully I asked him the spelling. The poet was not irritated at all. He explained it to me. Then he looked at the notes that I was carrying. Hamid bhai's questionnaire was in English, but I was asking question in Bangla. Poet asked me why it was in English. Again enough reason to make me nervous. I blushed. Tried to explain it was easier than Bangla. Poet smiled and cut a serious joke this time. ***Ami kichu kichu bangla jani.***

While we were talking in a quite private environment, a doctor came to check is blood pressure. It was high. "I know the reason", the doctor said. "You met Indira Gandhi. Such a beauty, you have every reason to have high blood pressure". The poet accompanied Ziaur Rahman to visit India in the week before.

Our interview was again interrupted. The telephone rang. It was a long call. Perhaps 20 minutes. I was ready to start again with giving the poet the clue of where we stopped. To my extreme surprise, when we resumed, the poet commenced exactly where we stopped. He was unbelievably smart, sincere and intelligent.

His message, I still remember and want to share with you now. He opined that we needed cadet colleges for teaching self discipline to new generation. But he said, “Do not expect that we can have many cadet college projects successful, as quality has a natural enmity with quantity”. However, the poet recommended that the country should have more cadet colleges for girls.

He was not an ordinary person. A sound thinking citizen Shamsur Rahman, we mourn for you. We miss you. We will not have another Shamsur Rahman.

*ORCA – Old Rajshahi Cadets Association

*EC – Executive Committee